ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানীতে মসজিদের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সারে-জমিন

বিডিওর কল্যাণে ৫ বছর পর মিলল বিধবা ভাতা

রূপসী বাংলা

মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের নাম করে মর্যাদাহীনতা

সম্পাদকীয়

সংহতি যাত্রায় বিজেপির জেলা সভাপতিকে হুঁশিয়ারি

সাধারণ

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দলে ৪ ভারতীয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৩ জানুয়ারি, ২০২৪
৭ মাঘ ১৪৩০
১০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 23 ■ Daily APONZONE ■ 23 January 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অযোধ্যায় বাবরির বিকল্প মসজিদ নির্মাণ শুরু মে মাসে

আপনজন ডেস্ক: একদিকে অযোধ্যায় রামমন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে অযোধ্যায় তৈরি হতে যাওয়া বাবরির বিকল্প মসজিদের নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতি বছরের মে মাসে শুরু হবে বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আরও হয়েছে এই মসজিদটি নির্মাণে তিন থেকে চার বছর সময় লাগতে পারে। এটি উল্লেখযোগ্য যে অযোধ্যায় নির্মিত মসজিদের প্রকল্পটি ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন কমিটি দেখাশোনা করছে। এর প্রধান হাজী আরাফাত শেখ। তিনি বলেন, মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি 'তহবিল' সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, অযোধ্যায় গ্র্যান্ড মসজিদ তৈরি করা হবে তার নাম হবে নবী মুহাম্মদের নামানুসারে 'মসজিদে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ'। আরাফাত বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার অবসান ঘটানো। আমরা চাই লোকেরা একে অপরকে ভালবাসুক, আপনি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন বা না করুন। উল্লেখ্য, আইসিএফ সভাপতি , জাফর আহমেদ ফারুকী জানান, তারা এখনও তহবিলের জন্য আর্জি জানাননি।

বিজেপি 'নারী বিরোধী', রামের কথা বলে কিন্তু সীতা নিয়ে চুপ থাকে: মমতা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন শহরে সংহতি মিছিল করার ঘোষণা আগেই করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো সোমবার অযোধ্যায় মন্দির উদ্বোধনের দিন সংহতি মিছিলে পা মেলালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সংহতি মিছিল হয় মমতার নেতৃত্বে। সেই মিছিলে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয়, সুজিত বোস, জাভেদ আহমেদ খান সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। ছিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমি সহ বিভিন্ন ধর্মবেত্তারা। মিছিলে লোক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। হাজরা থেকে মিছিল শুরু হয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে পার্কাসার্কাসে যায়। মিছিলের যাত্রাপথে যে কটি মন্দির, মসজিদ, গির্জা ছিল, সেগুলিতে যান মমতা। মিছিলের পর পার্কসার্কাসে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় তৃণমূল নেত্রী মমতার কথায় উঠে এল বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়ের কথা । তিনি বলেন, 'তখন রাস্তায় কেউ ছিল না । আমি একা বেরিয়েছিলাম । জ্যোতি বসুর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কোনও প্রয়োজন থাকলে বলুন ।' তৃণমূল নেত্রী বলেন, সেদিন পাম এভিনিউ, পার্ক সার্কাস-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গা 'জ্বলছিল'। কিন্তু সেই পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন বলে জানান মমতা । এদিন সংহতি যাত্রা শেষে সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে মমতা বলেন, "তখনও আমি সাহস হারাইনি। আমি রাতভর পাহারা দিয়েছি। একদিন শুধু দেখেছি, মাদার টেরেসা লোরেটো ডে হাউজে ছিলেন । সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ।" ওই সমাবেশ তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকে টার্গেট করে বলেন, '২০১৯ সালের পর থেকে বাংলা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত হয়ে রয়েছে তার কারণ একটি রাজনৈতিক দল গাজোয়ারি করেও বাংলায় জিততে পারেনি । সে জন্য বাংলায় একশো দিনের কাজ প্রকল্পে টাকা বন্ধ, রাস্তার টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ করে রেখেছে । কিন্তু গত ৫ বছরে বাংলা থেকে ৪ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে নিয়ে গেছে ।' । মমতা লোকসভা নির্বাচনের আগে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টার জন্য বিজেপির সমালোচনা করেন। ভগবান রাম সম্পর্কে দেবী সীতাকে তাদের বক্তৃতা থেকে "বাদ দেওয়ার" জন্য গেরুয়া শিবিরকে "নারীবিরোধী" বলে অভিহিত করেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির অভিষেকের সঙ্গে মিলে যাওয়া তৃণমূলের 'সংহতি সমাবেশ'-এর নেতৃত্ব দেওয়ার সময় দলের প্রধান দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অন্তর্ভুক্তির নীতি রক্ষায় বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমি নির্বাচনের আগে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করায় বিশ্বাস করি না। আমি এ ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে। ভগবান রামের যাঁরা পুজো করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপে আমার আপত্তি রয়েছে।

তিনি বলেন, যত দিন তৃণমূল সরকার থাকবে, তত দিন আমি এই রাজ্যে ধর্ম নিয়ে বিভাজন হতে দেব না। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। থাকব সব ধর্মের মানুষদের নিয়ে। মমতা বলেন, ওরা (বিজেপি) ভগবান রামের কথা বলে, কিন্তু দেবী সীতার কী হবে? সীতা না হলে রাম হত না। ভগবান রামের বনবাসের সময় সীতা তাঁর সাথে ছিলেন। তারা নারীবিদ্বেষী বলে তার সম্পর্কে কথা বলেন না। আমরা দেবী দুর্গার উপাসক, তাই ওঁরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা না করেন। মমতা বলেন, ভোটের নামে দেশটাকে বিক্রি করছে এক শ্রেণির লোক। ভোটের আগে ধর্মে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি-কে নিশানা করে মমতা বলেন আগুন জ্বালানো সহজ, কিন্তু তা নেভানো সহজ নয়। বিজেপির সরাসরি নাম না করে বলেন ভোট কাছাকাছি এলে একটা দল দেশকে বিক্রি করে দিয়ে চলে যায়। আমার লজ্জা লাগে। তিনি বলেন, আমার পরিবারকে জড়িয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে। আমরা নাকি চোর। বিজেপি তো বড় চোর। আমরা কাউকে ভয় পাই না। আমরা কাপুরুষ নই, একাই লড়াই করব। কে কী খাবে, কে কী পোশাক পরবে, সব একটা দল ঠিক করে দেবে। এটা মানা যায় না। তাই সংহতি মঞ্চ থেকে সোমবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের বিজেপিকে হঠানোর ডাক দেন। তিনি বলেন, বিজেপিকে লড়াইয়ের এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। করব, লড়ব, জিতব। মমতার অঙ্গীকার বিজেপিকে বাংলা থেকে একটি আসনেও জিততে দেব না। আর বাংলাই সারা দেশকে আগামী দিনেরপথ দেখাবে। বাংলা আজ যা বলবে, সারা দেশ কাল তা বলবে। এই মঞ্চ থেকে তিনি বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকেও আক্রমণ করেন। অভিযোগ তোলেন ইন্ডয়অ জোটকে নিয়ন্ত্রণ করছে সিপিএম।। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ইন্ডিয়া জোটের নামকরণ করেছি আমি। অথচ এখন দেখছি, ইন্ডিয়া জোট যত মিটিং করছে তার প্রায় সিংহভাগ মিটিংয়ের বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করছে সিপিএম। এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আমি তা মানব না। মমতার আরও অভিযোগ, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আমাদের তেমনভাবে সম্মান দেওয়া হয় না। মমতার দাবি, তৃণমূলের ক্ষমতা আছে বলেই আমি বিজেপির সাথে লড়াই করছি। তবে, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে এদিনও অধীরের নাম কারে তাকে নিশানা করে মমতা বলেন, ইন্ডিয়া জোটে কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা আসন সমঝোতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে চলেছে।

অভিষেক বলেন, 'আমরা ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করি না । আমরা বিশ্বাস করি বৈচিত্রের মধ্যে একতার মন্ত্রে । আমরা বিশ্বাস করি 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন ও মহান'-এটাই আমাদের মহান ভারতবর্ষ ।' তিনি বলেন, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যখন অস্ত্রের ঝনঝনানি, চোখ রাঙানি চলছে, তখন আমার শহর আমার রাজ্যে ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে লক্ষাধিক মানুষ পায়ে পা মিলিয়ে বাংলায় একতা, বাংলায় সম্প্রীতি, সংহতি রক্ষা করেছে। সমাবেশে নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাশেমি বলেন, বর্তমানে ভারতে বিদ্বেষ ঝড় উঠেছে, ঘৃণাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, এমন বিদ্বেষ ঝড়ে ভালোবাসার দ্বীপ জ্বালানো যে বাঘিনী তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা সঞ্চালনা করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

শঙ্করদেবের মঠে রাহুলকে ঢুকতে দিল না অসম সরকার

আপনজন ডেস্ক: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও পরিচালন কমিটির নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার নগাও জেলার বটদ্রবায় পঞ্চদশ শতকের অসমীয়া সাধক ও সমাজ সংস্কারক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থান ও মঠে রাহুল গান্ধিকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে এলাকায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে গতকাল রোববার আসামে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা'য় হামলার অভিযোগ ওঠে। আসাম পুলিশের মহানির্দেশক জি পি সিংকে অভিযোগ নথিবদ্ধ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মধ্য আসামের বটদ্রবায় শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সত্র (জন্মস্থান ও মঠ) পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বশর্মা ও পরিচালন কমিটির নিষেধের পর বিষয়টি নিয়ে এলাকায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

আজ সকালে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব নিষেধ অমান্য করে বটদ্রবার উদ্দেশে রওনা দিলে হাইবরাগাঁও নামের এক জায়গায় তাদের থামানো হয়। মঠ, মন্দিরসংলগ্ন এলাকাসহ গোটা অঞ্চল ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এ ঘটনার জেরে কংগ্রেস সরাসরি সমালোচনা করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাহুল কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তাদের বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি কি এখন সিদ্ধান্ত নেবেন, কে মন্দিরে যাবে আর কখন? আমরা কোনো ঝামেলা না করেই মন্দিরে প্রার্থনা করতে চাই।'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ আজ সকালে বলেন, রাহুল গান্ধীকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থানে যেতে বাধা দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি আসাম সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। ঘটনার জেরে রাহুল গান্ধী হাইবরাগাঁওয়ে ধরনায় বসে পড়েন। তিনি জানান, মঠ পরিদর্শনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে বসে থাকবেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাহুল ও অল্পসংখ্যক নেতাকে ভারতীয় সময় বেলা তিনটে নাগাদ মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জয়রাম রমেশ বলেন, ১১ জানুয়ারি সত্রে (মঠ) প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ২০ জানুয়ারি বলা হলো, রাহুল রামমন্দির উদ্বোধনের পরই সেখানে যেতে পারবেন।' রমেশ বলেন, বটদ্রবা অঞ্চলে বড়সংখ্যক হিন্দুত্ববাদী সমর্থক জড়ো হয়েছেন। রাহুল সেখানে গেলে উত্তেজনা বাড়তে পারে, এই অজুহাতে তাঁকে সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিলকিস বানুর ১১ ধর্ষক গোধরা জেলে আত্মসমর্পণ করল

আপনজন ডেস্ক: বিলকিস বানো মামলায় দোষী ১১ জনই সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা মেনে গুজরাটের পাঁচমহল জেলার গোধরা সাব জেলে আত্মসমর্পণ করেছে। স্থানীয় ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর এনএল দেশাই জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ১১ জন। তিনি বলেন, '২১ জানুয়ারি মধ্যরাতের আগেই তারা কারাগারে পৌঁছান, যা তাদের আত্মসমর্পণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ছিল।

গত ৮ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত গুজরাট সরকারের দেওয়া ১১ জন দোষীকে দেওয়া মওকুফ খারিজ করে দেয়। ২০২২ সালে স্বাধীনতা দিবসে সময়ের আগে মুক্তি পাওয়া দোষীদের দুই সপ্তাহের মধ্যে কারাগারে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার শীর্ষ আদালত দোষীদের আত্মসমর্পণের জন্য আরও সময় দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রবিবারের মধ্যে তাদের তা করতে বলেছে। এই ১১ জন দোষী হল বাকাভাই ভোহানিয়া, বিপিনচন্দ্র জোশী, কেশরভাই ভোহানিয়া, গোবিন্দ নাই, যশবন্ত নাই, মিতেশ ভাট, প্রদীপ মোর্ধিয়া, রাধেশ্যাম শাহ, রাজুভাই সোনি, রমেশ চন্দনা এবং শৈলেশ ভাট। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোধরায় ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে গিয়ে গণধর্ষণের সময় ২১ বছর বয়সী বিলকিস বানো পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। নিহত পরিবারের সাত সদস্যের মধ্যে তার তিন বছর বয়সী মেয়েও রয়েছে। ১৫ আগস্ট, ২০২২-এ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অংশ হিসাবে ১৪ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন এমন ১১ জন দোষীকে কারাগারে থাকাকালীন তাদের 'ভাল আচরণের' কথা উল্লেখ করে ১৯৯২ সালের নীতি অনুসারে তাদের ক্ষমা আবেদন গ্রহণ করার পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ১১ জন দোষী দাহোদ জেলার সিংভাদ তালুকের সিংভাদ ও রন্ধিকপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মহিলারা হিজাব কেন পরবেন?

হিজার পরলে কী লাভ, না পরলে কী ক্ষতি? এ বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে, ধর্মীয় বিধানই বা কী? জানতে হলে পড়ুন

ফিরোজ জুলফিকার-এর অনন্য গ্রন্থ

পাওয়া যাচ্ছে
আপনজন পাবলিকেশন-এ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

গায়ের জোরে ইমারত ভেঙে গড়া যায়, কিন্তু ইতিহাস পাল্টানো যায় না।বাবরি মসজিদের ৫০০ বছরের প্রমাণ্য ইতিহাস জানতে পড়তে হবে

রফিক উল্লাহ রচিত

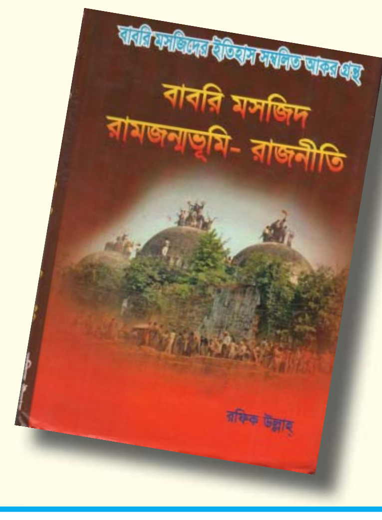

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

বৈদ্যুতিক টাওয়ার থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু শ্রমিকের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শ্রমিকের কাজে গিয়ে বৈদ্যুতিক টাওয়ার থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল অস্থায়ী এক বিদ্যুৎ কর্মীর। মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই শোকের ছায়া পরিবার বর্গে। মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে পরিবারের সকলে। জানা গেছে, মৃত অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মীর নাম সাইদুর রহমান (২৭), বাড়ি মালদহের পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি পঞ্চায়েতের কদমতলী গ্রামে। পরিবার সূত্র জানা গিয়েছে, বাড়িতে অভাবের সংসার শ্রমিকের কাজ করে দিন চলে। বাড়িতে রয়েছে মা, বাবা, স্ত্রী ও দুটি ফুটফুটে সন্তান। সাইদুরের অকাল মৃত্যুতে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে পরিবারে। কারণ বাড়িতে রোজগারের একমাত্র ছেলে ছিল সে। গত শুক্রবার বাড়ি থেকে কাজের জন্য মালদার চাঁচলে যায়। সেখান থেকে সামসীর পাওয়ার হাউস সংলগ্ন একটি মাঠে বৈদ্যুতিক টাওয়ারে কাজ চলাকালীন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তড়িঘড়ি করে তার সহকর্মী স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, আশঙ্কাজনক অবস্থা হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। তবে মেডিকেলে নিয়ে আসার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে পরিবারের সকলে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, যে সংস্থায় কাজ করতো এখনো পর্যন্ত সেই সংস্থার কেউই আসেননি এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। তবে আমাদের সরকারের কাছে আবেদন এই পরিবারের পাশে এসে যেন দাঁড়ায় এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক্যানিংয়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গৃহস্থের বাড়ি

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় এক গৃহস্থের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের ভদ্রী গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে ভদ্রী গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ গায়েন'রা রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন। রাত দশটা নাগাদ পাড়ার লোকজন দেখতে পায় দিলীপ গায়েনের বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেই সময় শীতের আমেজে উষ্ণতা পেয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন গায়েন পরিবার।গ্রামের লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করলে ঘুম ভাঙে। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজনদেরকে ঘর থেকে বের করে আনেন। বের করে আনেন গোয়ালের গরু, ছাগল। প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি বালতি করে জল ঢেলে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়।ঘন্টা দুয়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনতে পারলেও ততক্ষণে গায়েন পরিবারের বাড়ির সহ সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।গ্রামের মানুষের দাবী সম্ভবত শর্টসার্কিট হয়ে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মগরাহাটের বিডিওর কল্যাণে পাঁচ বছর পর মিলল বিধবা ভাতা

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন স্বামী, কয়েক বছর ধরে বিধবা ভাতা পাচ্ছিলেন না। 'সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে' গিয়ে সমস্যা সমাধান করলেন মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তুহিন শুভ্র মোহান্তি। বিধবা বৃদ্ধার নাম আমিনা বিবি সরদার। স্বামী মনোরুদ্দিন সরদার। বাড়ি মগরাহাট পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনপুর এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে বিধবা ভাতা পাচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ করেন ক্যাম্পে এসে, তৎক্ষণাৎ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন বিডিও। খুব খুশি আমিনা বিবি সরদার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে ব্লক জুড়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। হাজার হাজার মানুষজন সমস্যার সমাধান কর্মসূচির ক্যাম্পে আসছেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। এই ক্যাম্প থেকে মোট কুড়ি রকম পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন চলবে ব্লকের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এমনটাই জানাচ্ছেন মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তুহিন শুভ্র মহান্তি।

সবুজের লক্ষ্যে গাছ গ্রুপের উদ্যোগে তিন দিনের গাছ মেলা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:পূর্ব বর্ধমানে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো গাছ গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় এই প্রথম গাছ মেলা ।বিশ্বকে সবুজে পরিণত করতে ফল ফুল বৃক্ষ রাজিতে সবুজ বাংলা তথা সবুজ দেশ পরিণত করতে গাছ গ্রুপের এই গাছ মেলা ।বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গাছ মেলায় উপস্থিত হন ।শহর বর্ধমানে খোসবাগান ভলিবল গ্রাউন্ডের মাঠে এই গাছ মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ।মেলার উদ্বোধন করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল নিরঞ্জন মন্ডল , ভাতার কলেজের প্রিন্সিপাল ইনামুল হক, চারজন জাতীয় শিক্ষক তথা ডক্টর কলিমুল হক, নবীনা নন্দ হাজরা , কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও ইদবক্স। বহু শিক্ষারত্ন, প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। র‍্যালি শেষ করে গাছ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সবুজ আয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ব্যবস্থাপনা করা হয়। বিভিন্ন স্কুলে কিভাবে সবুজায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে তা বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা তুলে ধরেন।দ্বিতীয় দিনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর গৌতম চন্দ্র , গোপাল পাল এ আই সহ বহু বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করেন ।মূল উদ্যোক্তা তথা গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী বলেন বিশ্বকে সবুজে পরিণত করতে হবে ,নিজেরা ভেষজ গাছ দিয়ে ওষুধ তৈরি করা সহ মানুষের মন কে সবুজ সুন্দর রোগমুক্ত করাও তাদের লক্ষ্য ।

রমজানিয়া মার্কাজের ইজতেমা শেষ হল

ওয়াসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট রমজানিয়া মারকাজ মসজিদ পরিচালিত তিনদিনের ইজতেমার শেষ হয় মগরাহাট থানার হলুদবেড়িয়াতে রমজানিয়া মারকাজের ইজতেমার শেষ দিন আর এই শেষ দিনে প্রায় বিপুল মানুষের সমাগম নিয়ে দোয়ার পর্ব শেষ হয়। রমজানিয়া মারকাজের এই প্রথম ইজতেমা হয় মগরাহাটের হলুদবেড়িয়া মাঠে। এর পূর্বেই ইজতেমা করা হতো মারকাজের মধ্যেই। ইজতেমা মুসল্লিদের জায়গা না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত করে মারকাজ কমিটি। আর এই সিদ্ধান্তের উপরে ভিত্তি করে মুসল্লিদের কথা মাথায় রেখে হলুদ বেড়িয়া মাঠে নিয়ে আসেন। এখানে আগত দিল্লির মুরুব্বিরা উপস্থিত হয়ে মানুষের মধ্যে কিভাবে দিন ও দ্বীনদারি উপরে চলতে পারে তার উপরে তারা বক্তব্য রাখেন। এখান দিয়ে সারা দেশ তথা বিদেশে জামাত পৌঁছে যাবেন মানুষের দোরগোড়ায়। পৃথিবীতে যাতে শান্তি বিরাজ করে সেই কামনা করে আকেরি মুনাজাতের মাধ্যমে তবলিগি ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

বাবরি ধ্বংস করে রামমন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল মানবাধিকার সংগঠনের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে রামমন্দির নির্মাণকে ঘিরে কৃষ্ণনগর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি বা এপিডিআর। রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে কেন প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে হাফ ছুটি ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে প্রতিবাদ জানান। এপিডিআরের অভিযোগ, কোন সরকারে ধর্মীয় রাজনীতি করার অধিকার ভারতীয় সংবিধান অধিকার দেয়নি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সংবিধানকে শেষ করে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে রাজনীতি করছে। তার বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর পোস্ট মোড়ে এপিডিআর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল। এপিডিআরের জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট তাপস চক্রবর্তী বলেন, রামমন্দির উদ্বোধন হবে অযোধ্যায়। আমরা রাম পাঠ, জঙ্গি পাঠ, গীতা পাঠ নয় আমরা চাই সংবিধান পাঠ। যার মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক সমাজের আলোকিত হয়। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দশ বছর ধরে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। অথচ, গান্ধীজি মৃত্যুর আগে বলে গেছেন, ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সম্মতি ভগবান। কালিদাস বলে গেছেন রাম দেবতা নয় দশের গুনে আর পাঁচটা মানুষ মতো। রাম ভক্ত আছেন তারা বাড়িতে গিয়ে রাম নাম করুন মন্দির গিয়ে করুন। এতো পয়সা খরচ করে রাম মন্দির নির্মাণ করেছে যে দেশে ক্ষুধা এবং দারিদ্র ১০১ নম্বরে নেমে গেছে সেই দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাম মন্দির করার কি প্রয়োজন আছে। এপিডিআর নেতৃত্ব আরও বলেন, লকডাউনে ৪৫ কোটি মানুষ তার জীবিকা হারিয়েছে। কিভাবে তার জীবিকা সংস্থান হবে, কৃষকরা তাদের ফসলের দাম পাবে, শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পাবে তা এখনো রাজনীতি চর্চার বিষয়। কিন্তু ভারত জুড়ে মন্দির মসজিদ গির্জা নিয়ে রাজনীতি করছে। যে যার ধর্ম সে পালন করুক আমাদের কোন আপত্তি নেই ভারতের সংবিধান প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। এপিডিআরের আরও অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে সমাজকে বিভক্ত করে দেওয়া হয় হিন্দু, মুসলিমদের, আদিবাসী, খ্রিস্টানদের। আলাদা সম্প্রদায়গতভাবে কীভাবে ভাগ করা হয় সেই প্রচেষ্টা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার অন্যতম ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাম মন্দির নির্মাণ প্রতিষ্ঠাতা করছে।

আধার কার্ড সংশোধনী শিবির ভাঙচুর হওয়ায় কাঠগড়ায় তৃণমূল

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: আধার কার্ড সংশোধনী করার সময় ক্যাম্পে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতের এই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার জলট্যাঙ্কি মোড় এলাকায়। বহরমপুরের সংসদ তথা ভারতবর্ষের বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগে আধার সংশোধনী ক্যাম্প করা হচ্ছিল। আধার কার্ড সংশোধনী ক্যাম্প করার সময়, বাধা ও ভাঙচুর চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসকদল তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ও শনিবার জেলার বিভিন্ন জায়গায় আধার কার্ড সংশোধন করার জন্য ক্যাম্প করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা পোস্টাল সুপারেন্টেন্ডেন্টের পক্ষ থেকে এনিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জেলার ১৩ জায়গায় ক্যাম্প করার পাশাপাশি শনিবার রাতে সালারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্যাম্প শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, শনিবার রাতে হঠাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মী ক্যাম্প না করার দাবি তোলে। পরে তারা হামলা চালিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ভাঙচুর করে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ক্যানেকশন কেবল। এবিষয়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন ভরতপুরের বিধায়ক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর তদারকির জন্য এই ক্যাম্প গুলি করা হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষ জনসেবা পেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে তৃণমূল এখানে হামলা চালিয়ে ক্যাম্প ভাঙচুর করল। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হল। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় ভরতপুর ২ ব্লক সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ওটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ক্যাম্প হওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল অধীর বাবু এই ক্যাম্প গুলির ব্যবস্থা করেছেন। এবিষয়ে জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, শুধু সালারেই নয় কান্দি, নওদা ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাবে এই ক্যাম্প চালাতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে।

চোখের জলে পড়ুয়াদের বিদায় অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: শনিবার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত হাদিপুর কালিতলায় "ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্ট" কোচিংয়ের পরিচালনায় ২০২৪ সালে মাধ্যমিক, আলিম, উচ্চ মাধ্যমিক ও ফাজিল মোট ৫৪ জন শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা. সুকৃতি রঞ্জন, শিক্ষক আব্দুর রহমান, শিক্ষক আব্দুল হামিদ, বঙ্গ একাডেমির কর্ণধার শিক্ষক মেহেদী, বিশিষ্ট কবি আবদুল মারুফ, শিক্ষক হাসিবুর রহমান প্রমুখ। ২০০৩ সালে আলিম পরীক্ষায় পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় হওয়া ছাত্র বর্তমান শিক্ষক, আব্দুর রহমান শিক্ষার্থীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের বার্তা দেন। অনুষ্ঠানের প্রত্যেক অতিথিবৃন্দ ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্টের শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্টের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। 'ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্ট' কর্ণধার শিক্ষক এ.আহমেদ ছাত্রদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল কলকাতা

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চলবে না, কোনো ধর্মালয় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করা সংবিধান বিরোধী এর বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সমাজ সেবি সংগঠন গুলোকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে, সোমবার ২০০ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহা মিছিল ও মহা সম্মেলন থেকে বিভিন্ন বক্তারা এই বার্তাই দিলেন। বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শীতলবাদ, গুজরাট গণহত্যার প্রত্যক্ষ দোষী অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস- হর্ষ মান্দার, কবি গহর রাজ, বিশিষ্ট চিকিৎসক বিনায়ক সেন, সাপ্তাহ পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, সিপিআইম এর লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, রাজ্য সভার সাংসদ সমিরুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের জাতীয় সহ সভাপতি মালিক মোতাসিম খান, রাজ্য সভাপতি ডঃ মসিউর রহমান, এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম,সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন প্রমুখ। এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছায় এবং অনুষ্ঠিত হয় এক মহা সম্মেলন। সম্মেলন থেকে বক্তারা বলেন,ভারতের যে দল ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপি সরকার আর এস এস এবং কর্পোরেট হাউস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সেই কর্পোরেটদের নির্দেশে মুসলিম গণহত্যা সংঘটিত করেন। ব্যাপক সংখ্যক সংখ্যালঘু হত্যা করেন। আজ সেই মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একের পর এক হিন্দুত্ববাদী নীতি গুলো কার্যকর করছেন। এরা ভারতের সংবিধান, গণতন্ত্র মানেন না, ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি মানে না, এরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চায় এবং তার প্রক্রিয়া রাম মন্দির দিয়ে শুরু করছে। আগামি দিনে ভারতে ঘোর বিপদ আসন্ন তাই এই শক্তিকে রুখতে গেলে ভারতের সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠন সংগঠন গুলোকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাস্তায় নামতে হবে এবং এই লড়াই আন্দোলনের প্রক্রিয়া লাগাতার জারি রাখতে হবে।

মাজেরআট মেলা সমাপ্ত

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: পহেলা, দুসরা, তিসরা ও ৪ঠা মাঘ পীরজাদা ইসমাইল সিদ্দিকীর দোয়ার মাধ্যমে হুগলির মাজেরআট মেলার সমাপ্তি ঘটল। এই মেলা কমিটির অন্যতম আহসান উদ্দিন মোল্লা জানান, প্রায় একশ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে এই মেলা। তার শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি জানান, দাদাজি আব্বাজী এই মেলা চালাতেন। আমাদের বংশধরদের গোষ্ঠী এই মেলা পরিচালনা করে আসছেন। এবারে মেলায় নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। ড্রোন ক্যামেরা চলছিল প্রশাসনের উদ্যোগে। মেলা উপলক্ষে ব্যাপক সমাগম হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন খাবারের দোকান বসে। ইলেকট্রিক চালিত নাক দোলনা ট্রেন এছাড়া ঘোড়ার গাড়ি চরকা ছোট বড়দের চড়তে দেখা যায়। মেলায় উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সদস্যা দেবযানী ব্যানার্জি এছাড়া কুমির মোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও ভগবতীর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সদস্য এবং প্রাক্তন সদস্যকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং চণ্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মইদুল ইসলাম। মেলা কমিটির পক্ষে জানানো হয়. জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় মেলা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ খোয়ালেন সুবল মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথি পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলরের সমর্থনে, চেয়ারম্যান সুবল মান্নাকে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এরপর দলীয় নির্দেশ আসলে পৌর আইন মোতাবেক সরিয়ে ফেলা হবে সুবল মান্নাকে। শিশির অধিকারীকে প্রণাম করে ও গুরু বলে সম্বোধন করে পুর প্রধানের পদ খোয়ালেন সুবল মান্না। যদিও কাউন্সিলরদের দাবি, সুবল মান্না বেআইনিভাবে কাজ করছেন পৌরসভাতে। কোন কাউন্সিলরদের সঙ্গে ভালো আচরণ করছেন না। তারই প্রতিবাদে অনাস্থা আনা হয় ২রা জানুয়ারি। তৃণমূলের প্রতীকে জেতা ১৬ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে। অনাস্থা প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌর আইন অনুযায়ী কাউন্সিলরদের মিটিং ডাকেননি সুবল মান্না। চেয়ারম্যানকে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়ার ১৫ দিন কেটে যাওয়ার পরে, পৌর আইন মেনে অনাস্থা মিটিং ডাকেন কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি। এরপরেই দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে,কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না। হাইকোর্টে তিনি আইনজীবী মারফত জানান, বেআইনিভাবে তাকে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। তাই সোমবার ভাইস চেয়ারম্যানের ডাকা অনাস্থা মিটিংয়ের স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। যে মামলার সোমবার হাইকোর্টে হেয়ারিং রয়েছে। অনাস্থা মিটিংয়ের স্থগিতাদেশ না দেওয়ায়, কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরির আহ্বানে, এদিন নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী তৃণমূলের প্রতীকে জেতা কাঁথি পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলর সকাল সাড়ে ১১ টায় উপস্থিত হয়ে অনাস্থা মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে সুবল মান্নাকে অপসারণ করেন। কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি বলেন,এদিন কাউন্সিলরদের একটি স্পেশাল মিটিং কন্ডাক্ট করেছিলাম। সেখানে ১৬ জন কাউন্সিলর উপস্থিত হয়ে মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা ঠিক হয়।

নাবার্ডের সহায়তায় মুড়িগঙ্গায় হবে সেতু

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: আরও সহজ হতে চলেছে গঙ্গাসাগর যাত্রা। সাগর যাত্রার মূল ঝুঁকি জায়গা এবারে মুক্ত হতে চলেছে। মুড়ি গঙ্গায় তৈরি এবার হবে সেতু। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়বে গঙ্গা সাগর। ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা বদলে যাবে জাতীয় সড়কে। যা গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম, লট ৮ হয়ে মূল ভূখণ্ডে কাকদ্বীপের কাশীনগরের নতুন রাস্তায় এসে ১২নং জাতীয় সড়কে মিশবে। গঙ্গা সাগরে যাতায়াতের অন্যতম বড় সমস্যা হলো কাকদ্বীপের মুড়িগঙ্গা নদী। সেখানেই হতে চলেছে সেতু। ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা বদলে যাবে জাতীয় সড়কে।স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক,সকলেরই দীর্ঘ দিনের মুড়িগঙ্গা সেতুর দাবি ছিল।জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের সহযোগিতায় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (আরআইডিএফ) টাকায় এই সেতু গড়ে তুলতে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, এতদিন মূলত টাকার জোগান না থাকার কারণে আটকে ছিল এই প্রকল্পের কাজ।গত ৮ ই জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে দ্রুত সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর এই সেতু তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রায় ১ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা।আর প্রশাসনের মতে,রাজ্যের পক্ষে এক সাথে এই বিপুল পরিমাণ টাকার জোগান দেওয়া কার্যত অসম্ভব। তবে সারা বছর তো বটেই বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলার সময় সারা দেশ থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন।তাঁদের সাগর দ্বীপে পৌঁছাতে ঝুঁকি নিয়ে ভেসেলে মুড়িগঙ্গা নদী পার করে যেতে হয়। তাই সেতু নির্মাণে উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিয়ে নাবার্ডের সঙ্গে পূর্ত দফতরের আলোচনা হয়েছেসহজ শর্তে ঋণ দেওয়া নিয়ে নাবার্ড নীতিগত সম্মতিও জানিয়েছেন।

প্রথম নজর

বিশ্বে প্রথমবারের মতো ম্যালেরিয়ার টিকা দেওয়া শুরু করলো ক্যামেরুন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে প্রথমবারের মতো ম্যালেরিয়ার টিকা দেওয়া শুরু করেছে মধ্য আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুন।

সোমবার (২২ জানুয়ারি) মশাবাহিত এই রোগের বিরুদ্ধে রুটিন টিকা কর্মসূচি চালু করেছে দেশটি। এই টিকা ক্যামেরুনসহ গোটা আফ্রিকা জুড়ে হাজারো শিশুর জীবন বাঁচাতে সহায়ক হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে ক্যামেরুন প্রথম দেশ যারা নিয়মিতভাবে শিশুদের ম্যালেরিয়ার নতুন একটি টিকা দেবে।

দেশটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এই ভ্যাকসিন প্রকল্পকে আফ্রিকা মহাদেশে মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে কয়েক দশকের দীর্ঘ প্রচেষ্টার একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বে ম্যালেরিয়া রোগে যত মানুষের মৃত্যু ঘটে তার ৯৫ শতাংশ ঘটে আফ্রিকায়।

১৯৮৭ সালে টিকাটি উদ্ভাবন করে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জিএসকে। ঘানা, কেনিয়া ও মালাবিতে ২০১৯ সাল থেকে পরিচালিত একটি পাইলট কর্মসূচির ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১ সালে এটি অনুমোদন করে।

ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনার বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন ইনিশিয়েটিভের (গ্যাভি) তথ্যমতে, ঘানা ও কেনিয়ায় সফল পরীক্ষার পরে, ক্যামেরুন হলো প্রথম দেশ যারা ম্যালেরিয়ার নিয়মিত টিকা কর্মসূচি শুরু করেছে। চলতি বছরে আফ্রিকার আরও ১৯টি দেশে এই কর্মসূচি চালু করা হবে।

এই দেশগুলোর প্রায় ৬৬ লাখ শিশুকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ার টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

গাভি’র প্রধান প্রোগ্রাম অফিসার অরেলিয়া নুগুয়েন বলেছেন, ‘ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী টিকার নিয়মিত ডোজ হাজার হাজার শিশুর জীবন বাঁচাবে। এটি পরিবার ও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বড় ধরনের স্বস্তি দেবে।’

যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ তুষারঝড় ও শৈত্যপ্রবাহে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৪

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া ভয়াবহ তুষারঝড় ও শৈত্যপ্রবাহে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৪ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার (২২ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ।

প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়, সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে দক্ষিণাঞ্চলীয় টেনেসি অঙ্গরাজ্যে। সেখানে আবহাওয়া সম্পর্কিত কারণে অন্তত ২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

এছাড়া ওরেগনে মারা গেছেন ১৬ জন। তীব্র তুষারপাতের কারণে রাজ্যটি এখনো জরুরি অবস্থার আওতায় রয়েছে।

বিরূপ আবহাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন চলতে পারে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, গত সপ্তাহ থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আবহাওয়া সম্পর্কিত কারণে মোট ৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। টেনেসি, ওরেগনের পাশাপাশি মিসিসিপি, ইলিনয়, পেনসিলভানিয়া, ওয়াশিংটন, কেন্টাকি, উইসকনসিন, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সির থেকেও প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে।

মিসিসিপিতে তীব্র তুষারপাতের কারণে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ‘কালো বরফ’ থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে গাড়িচালকদের। রাজ্যটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ জনে পৌঁছেছে।

ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানীতে এই প্রথম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

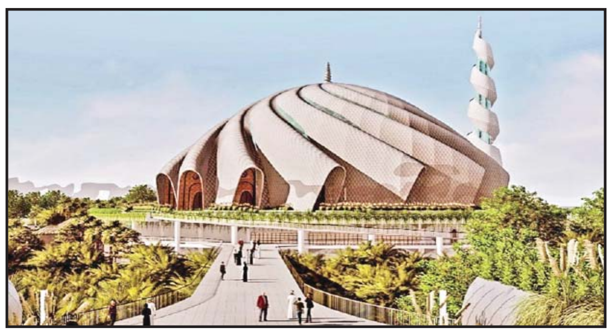

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার নব নির্মীয়মাণ রাজধানী শহর নুসানতারায় প্রথম মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার ৬২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো।

বৃহত্তম ডাক পরিষেবা সংস্থা পোস ইন্দোনেশিয়া শাখা এবং রাষ্ট্রীয় রেডিওর স্টুডিও ভবন উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ইয়াকুত খলিল কোমাস, গণপূর্তমন্ত্রী বাসুকি হাদিমুলজোনো, আইকেএন কর্তৃপক্ষের প্রধান বামবাং সুসান্তোসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাজধানী জাভা দ্বীপের জাকার্তাকে বোর্নিও দ্বীপের নুসানতারায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মেগাপ্রকল্পের শহরটির নির্মাণকাজ ২০৪৫ সালে সম্পন্ন হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জোকো উইদোদো বলেন, ‘বৃহৎ এই মসজিদ নির্মাণে প্রায় ৯৪০ বিলিয়ন রুপিয়াহ (৬২ মিলিয়ন ডলার) ব্যয় হবে। ২০১৪ সালের মধ্যে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, মসজিদটি ইন্দোনেশিয়ার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ধর্মীয় অনুশাসন পালনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আশা করি, মসজিদটি বিশ্বের অন্য মসজিদের জন্য অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে।’ মসজিদ ছাড়াও সেখানে গির্জা ও ক্যাথিড্রালের পাশাপাশি বৌদ্ধ, হিন্দু ও চায়নিজদের জন্য উপাসনালয় স্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি।

ইন্দোনেশিয়ার নুসানতারার রাজপ্রাসাদ, মসজিদসহ বিভিন্ন স্থাপনার নকশা করেন দেশটির বিখ্যাত ভিজ্যুয়াল শিল্পী নিওমান নুয়ার্তা। প্রাথমিকভাবে এ মসজিদে ৬১ হাজার ৩৯২ জন একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারবেন।

২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো নতুন রাজধানী শহর উদ্বোধন করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো উদ্বোধন করছেন তিনি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশটির ২০ কোটিরও বেশি মানুষ অংশ নেবে।

হামাসকে অক্ষত রাখে এমন কোনো পরিকল্পনা মানব না: নেতানিয়াহু

আপনজন: গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করেছে বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

রোববার রাতে তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি থাকবে তা তিনি কখনও মেনে নেবেন না।

নিজের সাম্প্রতিক অবস্থানে অনড় থেকে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি গাজা উপত্যকা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের ওপর ইসরায়েলের পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন।

নেতানিয়াহু আরো বলেন, আমি যতদিন প্রধানমন্ত্রী আছি ততদিন এই অবস্থানে অটল থাকব।

তিনি বলেন, তিনি বহু বছর যাবত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমাজের পক্ষ থেকে দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের চাপ উপেক্ষা করে এসেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত পরিকল্পনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে নেতানিয়াহু তার ভিডিও বার্তায় বলেন, গাজায় হামাসকে অক্ষত রাখে এমন কোনো পরিকল্পনা তিনি মানবেন না।

এর আগে ১১০ জন জিম্মিকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে দাবি করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাকি ১৩৬ জনকেও উদ্ধার করার জন্য তিনি ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছেন। তবে তিনি ‘হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না’ বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টি উল্লেখ করেননি তা হচ্ছে, হামাস এক চুক্তির ভিত্তিতে ওই ১১০ পণবন্দিকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছিল এবং একইরকম চুক্তি ছাড়া আর কোনো জিম্মি জীবিত মুক্তি পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে তারা।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী তার ভিডিও বার্তায় বলেন, হামাস তাকে অক্ষত রেখে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং গাজা থেকে আমাদের সকল সেনার প্রত্যাহার চায়। আমরা যদি তা মেনে নিই তাহলে আমাদের সেনাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে। আমাদের জনগণের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না, আমরা জিম্মিদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারব না এবং ৭ অক্টোবরের হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। আমি ইসরায়েলের জন্য এমন একটি বিপর্যয় মেনে নিতে পারব না বলে এই পরিকল্পনা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নেতানিয়াহু বলেন, গত শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

ইসরায়েলি হামলায় গাজার এক হাজার মসজিদ ধ্বংস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত এক হাজার মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। গাজার ওয়াকফ এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। গাজা উপত্যকায় আনুমানিক এক হাজার ২০০টি মসজিদ রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের মতে, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় শতাধিক ইমাম নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় একটি গির্জা, বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক ভবন ও মাদরাসা এবং একটি ব্যাংক সদর দফতর ধ্বংস হয়ে গেছে বলেও মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি দখলদারিত্ব কয়েক ডজন কবরস্থান ধ্বংস এবং কবর খনন অব্যাহত রেখেছে। এগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করছে এবং লাশ চুরি করছে।এটি আন্তর্জাতিক সনদ এবং মানবাধিকারের প্রতি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, আমরা আরব ও ইসলামিক দেশ এবং বিবেকবান মানুষদের গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ৭ অক্টোবর হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালাচ্ছে।

এদিকে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলি হামলায় ২৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। পাশাপাশি আহত হয়েছে আরো প্রায় সাড়ে ৬২ হাজার মানুষ।

গাজা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের পরিকল্পনা, দাবি রিপোর্টে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতার। সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এই পরিকল্পনায় স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি গাজায় আটক জিম্মিরা মুক্তি পাবে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক হবে ইসরায়েলের সম্পর্ক এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে ৯০ দিন সময় লাগবে জানিয়ে দৈনিকটি লিখেছে, প্রথমে অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং এ সময় হামাস তাদের হাতে থাকা অবশিষ্ট বেসামরিক জিম্মিদের মুক্তি দেবে। একই সময়ে ইসরায়েলি কারাগারগুলোতে আটক শত শত ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি পাবে, গাজার শহরগুলো থেকে ইসরায়েলি সেনা সরিয়ে নেওয়া হবে, উপত্যকার বাসিন্দাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া হবে, গাজার আকাশে গোয়েন্দা ড্রোন ওড়ানো বন্ধ হবে এবং গাজায় প্রবেশকারী মানবিক ত্রাণের পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ করা হবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে হামাস ইসরায়েলি নারী সৈন্যদের পাশাপাশি নিহত জিম্মিদের লাশ হস্তান্তর করবে এবং এ সময় আরও শত শত ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি পাবে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপে বলা হয়েছে, এ পর্যায়ে ইসরায়েল গাজা উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করবে এবং হামাস তার হাতে আটক অবশিষ্ট সকল জিম্মি অর্থাৎ ইসরায়েলি সেনাদের মুক্তি দেবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে মিশরের রাজধানী কায়রোয় আলোচনা শুরু হবে বলে জানা গেছে।

পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিশরের একটি সূত্র বলেছে, কায়রো, দোহা ও ওয়াশিংটন এ পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং তা গ্রহণ করতে হামাস ও ইসরায়েলকে চাপ দেওয়া হবে।

তবে সূত্রটি একথাও বলেছে, ইসরায়েল অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে গাজায় দুই সপ্তাহের বেশি যুদ্ধবিরতি মানতে রাজি নয়। অন্যদিকে হামাস শুরু থেকে বলে আসছে, আগ্রাসন বন্ধ করে গাজা থেকে সকল সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আর কোনও জিম্মি জীবিত মুক্তি পাবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতানিয়াহুর সমালোচনা করলেন জাতিসংঘের মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে তার এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

রোববার উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় অনুষ্ঠিত জি৭৭ এর বৈঠকে তিনি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সমালোচনা করেন।

এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামাসের সঙ্গে অনেক ফিলিস্তিনি যোগ দিয়েছে। তাছাড়া গাজার যে টানেল তাও আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বড়। ফলে যুদ্ধ শেষ হতে আরও অনেক সময় লাগবে।

অন্যদিকে ইসরায়েলের হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৫ হাজার ছাড়িয়েছে। রোববার (২১ জানুয়ারি) গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রণায় জানিয়েছে, অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৫ হাজার ১০৫ জনে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭৮ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

অন্যদিকে পশ্চিমতীরে হামলা, অভিযান ও গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজার মতো সেখানেও প্রতিদিন হতাহতের ঘটনা ঘটছে।

মেক্সিকোতে হিটম্যানের ছেলেকে উদ্ধারে সংঘর্ষ, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য সোনোরার হারমোসিলোর কাছে একটি মহাসড়কে অন্তত ১২ সন্দেহভাজন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকেই।

সোনোরার স্টেট অ্যাটর্নি অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ ঘটনায় সাতজন পালিয়ে গেছেন। এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সোনোরার স্টেট অ্যাটর্নি অফিস। একজন মুখপাত্র ১২ জন নিহত হয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৩.৪২	
মাগরিব	৫.২৩	
এশা	৬.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

৫.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিন

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণ জিনজিয়াং প্রদেশে ৫ দশমিক ১ মাত্রার একটি মাঝারি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সোমবার (২২ জানুয়ারি) এ ভূকম্পন আঘাত বলে জানিয়েছে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) গভীরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে লোহিত সাগর পাড়ি দিল ৬৪ জাহাজ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে একটি ব্যানার উত্থাপনের মাধ্যমে ৬৪টি জাহাজ নিরাপদে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছে বলে জানিয়েছে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি।

রোববার হুতি গোষ্ঠীর সদস্য মোহাম্মদ আলী আল-হুতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, লোহিত সাগর অতিক্রম করার সময় জাহাজগুলোকে নিরাপদে থাকার সহজ সমাধান হলো, “ইসরায়েলের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই লেখা একটি ব্যানার প্রদর্শন করা। তিনি আরো বলেন, এই কার্যকর সমাধানটি ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই ৬৪টি জাহাজ নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের পর থেকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসকে সমর্থন জানিয়ে দুই মাস ধরে লোহিত সাগরে চলাচলরত বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা। এতে লোহিত সাগরের এ রুটে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে ম্যার্স্ক, সিএমএ সিজিএমসহ বড় বড় শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলো।

এরপরই হুতিদের আক্রমণ থেকে লোহিত সাগরের এ সমুদ্র পথকে নিরাপদ রাখতে ১০টি দেশ নিয়ে সামুদ্রিক জোট গঠন করে যুক্তরাষ্ট্র।

ভিয়েতনামে মাদক পাচারের দায়ে ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের একটি আদালত দেশটিতে সবচেয়ে বড় মাদক পাচারের একটি মামলার রায়ে নয়জনকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছেন। সোমবার (২২ জানুয়ারি) এ সাজা ঘোষণা করা হয়। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সাজাপ্রাপ্তদের ২০২২ সালে লাওস থেকে ভিয়েতনামে ১০৫ কেজি মেথামফেটামিন ও হেরোইন পাচারের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

ভিয়েতনামে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন মাদক আইন রয়েছে। যেখানে যেকেউ ১০০ গ্রাম বা তার বেশি হেরোইন, মেথামফেটামিন, কোকেন বা অ্যামফিটামিন পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়। এরপরও দেশটিতে ব্যাপকভাবে মাদকপাচারের ঘটনা ঘটছে।

ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত বছর ২৬ হাজার ৪৬৯টি মামলায় ৪১ হাজার ৪০০ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যা ২০২২ সালে ৩৬ হাজার গ্রেফতার ও ২৪ হাজার মামলার ঘটনা চেয়ে বেশি।

গত বছরের নভেম্বরে, দেশটির হো চি মিন শহরের একটি আদালত ২০২০ সালে কম্বোডিয়া থেকে ২১৬ কেজি মাদক ভিয়েতনামে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে একটি ট্রান্স-ন্যাশনাল মামলায় দুই দক্ষিণ কোরিয়ান ও একজন চীনা নাগরিকসহ মোট ১৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

চীনে ভূমিধসে চাপা পড়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ

আপনজন ডেস্ক: চীনের পার্বত্য প্রদেশ ইউনানে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে মোট ১৮টি পরিবারের বাড়িঘর ও অন্তত ৪৭ জন মানুষ চাপা পড়েছে। ঘটনার পর বিপদের আশঙ্কায় স্থানীয় দুই শতাধিক লোককে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঝেনসিয়ং কাউন্টিতে স্থানীয় সময় ভোর ৫:৫১ মিনিটে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে মনে করা হচ্ছে, ১৮টি পরিবারের ৪৭ জন লোক চাপা পড়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চল থেকে ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে জরুরিভাবে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে ২০০ জনের বেশি উদ্ধারকর্মী এবং কয়েক ডজন ফায়ার ইঞ্জিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহকারে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। তবে রাষ্ট্রীয় আরেকটি বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, চাপা পড়া মানুষের সংখ্যা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

চীনের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ইউনানে ভূমিধস সাধারণ ঘটনা। সেখানে হিমালয় মালভূমির বিপরীতে খাড়া পর্বতশ্রেণী রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৪৩০, ১০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সঠিক নির্বাচন

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হৈমন্তী’ গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।’ হৈমন্তী বলিল, ‘সতেরো।’ সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, ‘তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!’ হৈম চমকিয়া কহিল, ‘বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।’ ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, ‘কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?’ হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, ‘মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো—আমি জানি না...।’

এইখানে হৈমন্তীর ‘বয়স’ হইল ‘নির্বাচন’—যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়—মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে—‘তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।’

দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, ‘নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।’ কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—‘যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।’ স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়াছে—তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে—দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী—তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের’ কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়—‘আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!’ যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

....

মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের নাম করে মর্যাদাহীনতা

কোটি কোটি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক ভগবান রাম। আস্তিক হোক বা নাস্তিক, হিন্দু হোক বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী মানুষ, এই ভূমিতে বেড়ে ওঠা প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে আছে রামচরিত। যে দেশে রাম নাম উচ্চারণ করে বহু মানুষের দিন শুরু হয়, এটাই স্বাভাবিক সেখানে তার আদর্শে হাজার হাজার মন্দির তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

কোটি কোটি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক ভগবান রাম। আস্তিক হোক বা নাস্তিক, হিন্দু হোক বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী মানুষ, এই ভূমিতে বেড়ে ওঠা প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে আছে রামচরিত। যে দেশে রাম নাম উচ্চারণ করে বহু মানুষের দিন শুরু হয়, এটাই স্বাভাবিক সেখানে তার আদর্শে হাজার হাজার মন্দির তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

যদিও মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার বা গির্জা তৈরি হওয়া ধর্ম, নৈতিকতা বা চরিত্র নির্মাণের পরিচয় হতে পারে না, তবে সাধারণত সেখানে ধর্ম তার সুনির্দিষ্ট রূপ খুঁজে পায়। অতএব, বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীকগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। প্রগতিশীলতার নামে মালা, মূর্তি ও মন্দিরকে তুচ্ছ বা ব্যঙ্গ করার প্রবণতা আধুনিকতার অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের প্রতীক।

মন্দির তৈরি হওয়া মানে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং রামমন্দিরে ভগবান রামের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা একটি শুভ উপলক্ষ্য হিসেবে উদযাপন করাই স্বাভাবিক। সাধারণত, এই ধরনের ঘটনায় কোনও রকম ‘কিন্তু’ থাকা উচিত নয়।

তবে ২২ জানুয়ারি জন্মভূমি অযোধ্যায় রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। আরও বড়ো কথা এই জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ স্বাভাবিক বিষয় নয়। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে সহমত হওয়া না হওয়ার তর্কের অধ্যায় বন্ধ রাখাই ভাল। এখন একটাই প্রশ্ন, ২২ জানুয়ারি যেভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে তা কি যথাযথ?

উচিত ও অনুচিতের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত? এর উত্তর দিতে আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না। ভগবান রামের কাহিনী হল এর সবচেয়ে সুন্দর এবং প্রামাণ্য মাপকাঠি। এই দেশ ভগবান রামকে মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবে চেনে। তার সঙ্গে জুড়ে থাকা সমস্ত কিছু মর্যাদার প্রতীক। অতএব, প্রশ্ন ওঠে ২২ জানুয়ারির প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানটা কি সেই মর্যাদার সঙ্গে মেলে? যে মর্যাদার প্রতীক ছিলেন স্বয়ং রাম?

গত কয়েকদিন ধরে মন্দির নির্মাণে শাস্ত্রীয় মর্যাদা লঙ্ঘনের চর্চা চলছে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য বা অন্য ধর্মগুরু যা বলবেন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার দরকার নেই। কখনও কখনও তাঁদের বিরোধিতা করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু গত কয়েকদিনের বিতর্ক থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোথাও মন্দিরের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগে কিংবা চূড়ায় পতাকা উত্তোলনের আগে দেবতার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। এটা স্পষ্ট যে এক প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে এবং এর কারণ নির্বাচনী প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

শুভ-অশুভ মুহূর্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে এটা স্পষ্ট যে শুভ বা অশুভ ভেবে এই তারিখ বেছে নেওয়া হয়নি বরং নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি নিয়ে ভেবেই এই সময় ঠিক করা হয়েছে। এটি অবশ্যই মর্যাদাহীনতা। আমরা যদি আইনের কথা বলি, তাহলে এই অনুষ্ঠানটি অনেক স্তরেই সেটি লঙ্ঘন করে। অবশ্যই, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয়, তবে একই আদেশে রাম মন্দির ট্রাস্টের অরাজনৈতিকতার বিধানও রয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, ধর্মীয় গুরুর পরিবর্তে সরকার বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের ট্রাস্ট বানিয়েছে। যা আদালতের আদেশের লঙ্ঘন। দেশের আইনে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কোন নির্বাচনী বা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ২২ জানুয়ারির ঘটনা সেই আইনী মর্যাদাকেও লঙ্ঘন করছে।

আইনি মর্যাদার চেয়ে বড় প্রশ্ন সাংবিধানিক মর্যাদার। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী (বা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি) কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করতে পারেন? আমাদের সংবিধানের বিধান স্পষ্ট: সাংবিধানিক কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভাবে যেমন খুশি ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু একজন পদাধিকারী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা করতে বাধা দেয়। সংবিধান এও বলে যে সরকারকে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, যে কোনও একটি ধর্মের প্রতি ঝোঁক সাংবিধানিক মর্যাদার লঙ্ঘন। ২২ জানুয়ারির আচার-অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিভাজন রেখা ঝাপসা হয়ে গেছে। কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই দেশের অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হিন্দু ধর্মকে।

কিন্তু সবচেয়ে গভীর লঙ্ঘন হল ধর্মীয় মর্যাদা। এখানে ধর্মীয় অর্থ হিন্দু বা মুসলমানের মতো ধর্ম নয়, বরং এর মূল অর্থ: ধর্ম অর্থাৎ যা অনুসরণ করার যোগ্য, যা নীতি অনুসরণ করে। ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠান আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গরিমার লঙ্ঘন। তুলসীদাস বলেন,

“নাহিন রাম রাজকে ভুখে
ধর্ম ধুরিন বিষয় রস রুখে।”

যার মানে করলে দাঁড়ায়, রাজ্যের জন্য রামের কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনিতো ধর্মের ধ্বজাধারী এবং সাংসারিক আনন্দের উর্ধ্বে। ক্ষমতার প্রতি নির্লিপ্ততা আমাদের ধর্মীয় মর্যাদা। কিন্তু ২২ জানুয়ারির আয়োজন আসলে এক ধরনের শক্তি প্রদর্শন, এবং ক্ষমতা অর্জনের অঙ্গীকার। এটি হিন্দু ধর্মের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “দীন দান” কবিতায় সাধু ও রাজার কথোপকথনে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করা রাজার অহংকারের প্রতীক, এমন মন্দিরে ঈশ্বর থাকতে পারেন না।

ধর্ম, বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে এ ধরনের আয়োজনের কোনও সম্পর্কই নেই। রামের প্রবল ভক্ত মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি: হে রাম!

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

অযোধ্যায় নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে মে মাসে

আপনজন ডেস্ক: অযোধ্যায় চলতি বছরের মে মাসে নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে। মসজিদটি নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের (আইআইসিএফ) উন্নয়ন কমিটির প্রধান হাজি আরাফাত শাইখ মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পটি তদারক করছেন। সম্প্রতি রয়টার্সকে তিনি বলেছেন, ‘পবিত্র রমজান শেষ হওয়ার পর আগামী মে মাসে মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হবে। নির্মাণকাজ শেষ হতে তিন থেকে চার বছর লাগবে।’

মোগল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি ১৫২৮ সালে অযোধ্যায় মসজিদ তৈরি করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাবরি মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে হিন্দুদের দাবি, রাম জন্মভূমিতে ‘রামের মন্দির ভেঙে’ মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের হামলায় মসজিদটি ধ্বংস হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতজুড়ে দাঙ্গা দেখা দেয়। তাতে দুই হাজার মানুষ নিহত হন, যাঁদের বেশির ভাগই সংখ্যালঘু মুসলমান।

২০১৯ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমির মালিকানার রায় মন্দিরের পক্ষে দেন। রায়ে বলা হয়, হিন্দু সম্প্রদায় ওই জায়গায় মন্দির নির্মাণ করতে পারবে এবং ওই শহরেরই অন্যত্র একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে জায়গা দিতে হবে।

রায় ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। আজ সোমবার রামমন্দির উদ্বোধন করা হচ্ছে।

রামমন্দির নির্মাণের জায়গা থেকে নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা জায়গার দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। এখনো এর কাজ শুরু করা যায়নি। মসজিদ নির্মাণে এখন পর্যন্ত তহবিলও সংগ্রহ করা হয়নি।\আইআইসিএফের প্রেসিডেন্ট জুফার আহমদ ফারুকি বলেন, ‘আমরা কারও কাছে সাহায্য চাইনি। এর জন্য (তহবিল) কোনো গণ-উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।’

আইআইসিএফের সচিব আতহার হুসেন বলেন, মিনারসহ আরও কিছু ঐতিহ্যগত অংশ যুক্ত করতে মসজিদটির নকশা নতুন করে আঁকতে হয়েছে। এ কারণে কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে বলে জানান তিনি।

আইআইসিএফের উন্নয়ন কমিটির প্রধান এবং বিজেপি নেতা আরাফাত শাইখ বলেছেন, মসজিদটি নির্মাণে অর্থ সহায়তা চাইতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি ক্রাউড-ফান্ডিং (গণ-তহবিল সংগ্রহে) ওয়েবসাইট চালু করা হবে।

আরাফাত শাইখ বলেন, ‘মানুষের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষকে একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় পরিণত করতেই আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। কেউ সুপ্রিম কোর্টের রায় গ্রহণ করেছে কি না, তা এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় নয়। আমাদের সন্তানদের ও জনগণকে যদি ভালো কিছু শেখাতে পারি, তবে এসব লড়াইয়ের অবসান হবে।’

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামানুসারে মসজিদটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘মসজিদ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ’।

বাবরি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল মুঘল সম্রাট বাবরের নামানুসারে।

ইরানের মিসাইল কি পাকিস্তানের ভোট ভেস্তে দেবে?

আব্বাস নাসির

ইরান ও পাকিস্তান একে অন্যের দিকে মিসাইল ছুড়েছে। খুব সম্ভবত দুই দেশই ড্রোন ব্যবহার করেছে। আর এই হামলার নিশানা ছিল সীমান্তের দুই প্রান্তের বালুচ শিবির। এই বিরোধ খুব বেশি এগোয়নি। দ্রুতই দুই দেশের মধ্যে চলা উত্তেজনার প্রশমন হয়। তারা আবার ‘ভ্রাতৃত্বের’ সম্পর্কে ফিরে যায়।

ইরানের এই হামলা চালানোর ঘটনাটি একই সঙ্গে উদ্ভট ও অযৌক্তিক। অবশ্য যে গতিতে দেশ দুটি বিরোধ মিটিয়ে নিল, তা-ও ব্যাখ্যাতীত। মাঝখান থেকে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড করপস (আইআরজিসি) ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অল্প সময়ের জন্য সবার নজরে এসেছিল। কিন্তু দুই দেশের কূটনীতিকেরা সাত তাড়াতাড়ি তাঁদের মঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করেন। ফলে দুই সেনাবাহিনীও অলক্ষ্যে চলে যায়।

ইরান কেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-আল-আদলকে লক্ষ্য করে হামলা চালাল, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি লেখা প্রয়োজন। আপাতত এটুকুই বলা যায়, জইশ-আল-আদল ইরানের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত বলে কথিত আছে। এদিকে আইআরজিসি যে ইরানের শীর্ষ সামরিক প্রতিষ্ঠান, তা প্রমাণে তাদের অনেক কিছু করতে হয়। আবার আইআরজিসি হামলা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও কখনো বসে থাকে না। তারাও জবাব দেয়।

পাল্টা হামলা চালানোর পক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ছিল, দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ভয়ংকরভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। সে কারণে এই হামলার জবাব দিয়ে বোঝানো হয়েছে, পাকিস্তানে হামলার ফলাফল কী হতে পারে।

দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো এই হামলা নিয়ে যা বলছে না, তার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। পাকিস্তানের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ রাজনীতির ঘুঁটি চালানোর জন্য সমালোচিত হয়ে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেখাল, বহিঃশক্তি হামলার মুখে তাদের সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা কতটুকু। পুরো ঘটনায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে একটি রাজনৈতিক দলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত টিপ্পনী কেটে যাচ্ছিল তারা। ফলে পাল্টা হামলা চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিছু কৃতিত্বের দাবি করতেই পারে।

পাকিস্তানের এ অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিছু টিভি ব্যক্তিত্ব। কারণ, তাঁদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ব্যাপক দহরম-মহরম আছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যদি পাল্টা মিসাইল না ছোড়ার সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে তাদের কথার সুরও পাল্টে যেত। সে যাক, মোটের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। এমনকি তাদের কঠোর সমালোচকেরাও এই দফায় তাদের প্রশংসা করেছে। সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তার সূচকে এভাবে তারা কিছু নম্বর যোগ করতে পেরেছে।

আমার মতো সাংবাদিকদের জন্য পাকিস্তান একটি জটিল ‘কেস’। কেন জটিল, তার কিছু প্রমাণ পাবেন কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্বের কথায়। মিসাইল হামলার দরুন নির্বাচন পথভ্রষ্ট হবে, এমন ভাবনা থেকে তাঁদের কাউকে কাউকে উল্লাস করতে দেখা গেছে। তাঁদের যুক্তি ছিল, জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সমাধান আগে করতে হবে। এর আগে পর্যন্ত অন্য

যেকোনো জাতীয় অগ্রাধিকারকে সরিয়ে রাখা উচিত। তারা আসলে কাদের পক্ষে কথা বলছে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে? কিন্তু অস্বাভাবিক দ্রুততায় উত্তেজনার প্রশমন হওয়ায় নির্বাচন স্থগিতের পক্ষের শিবির বড় ধাক্কা খেয়েছে। প্রথমে তেহরানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সমঝোতামূলক বিবৃতি প্রকাশ করে। পরে দুই দেশের কূটনীতিকদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও বার্তা বিনিময়। ব্যস। উত্তেজনা শেষ।

নির্বাচন কমিশন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফকে তাদের প্রতীক থেকে বঞ্চিত করার পর সুপ্রিম কোর্টও তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। যদিও পেশোয়ার হাইকোর্ট পিটিআই এর পক্ষে ছিলেন। কর্তৃপক্ষ-নিয়ন্ত্রিত সেই ২০১৬ মার্কা নির্বাচন আয়োজনের যে শেষ বাধা আদালতের এই সিদ্ধান্তে তা-ও অপসৃত হয়েছে। এ অবস্থায় এসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না, এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ভারি অদ্ভুত।

আদালতের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে পিএমএল-এনকে সন্তুষ্ট করেছে। কারণ, তারা এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে তিন সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জিততে হলে তাদের জনসংযোগ বাড়াতে হবে। অন্যদিকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত-পা বেঁধে ফেলার কাজও সারা।

গাজা গণহত্যায় পশ্চিমা বিশ্বের যে প্রতিক্রিয়া, তাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে আরও অনেকের মতো আমার মনেও সংশয় দেখা দিয়েছে। তারপরও বহু বছর ধরে আমি বিশ্বাস করে এসেছি যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তুলনায় এমনকি দুর্বল গণতন্ত্রও ভালো। কারণ, দুর্বল গণতন্ত্রেও অন্তত কিছু স্বাধীনতা থাকে, অন্তত মৌলিক মানবাধিকারের ছিটেফোঁটা থাকে। আমাকে আপনি অতি সরল ভাবতে পারেন।

পাকিস্তানে সব রাজনৈতিক দল যৌক্তিকভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাক গলানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই আবার কর্তৃপক্ষের দিকে হেলে পড়েছে। তাদের উচিত আত্মানুসন্ধান করা।

নির্বাচন যখন দোরগোড়ায়, তখন কোন দলের ইশতেহার আপনাকে উদ্বুদ্ধ করছে? উদ্বুদ্ধ করত যদি আপনারা ইশতেহারটা দেখতেন। আমি দেখিনি। ইসলামাবাদ ও লাহোরের সিংহাসনে যারা আরোহণ করতে চায়, তারা বলছে, ২৭ জানুয়ারি তাদের ইশতেহার পাওয়া যাবে। ঠিক ধরেছেন। পিএমএল-এন তাদের ইশতেহার জনগণের কাছে হাজির করবে নির্বাচনের মাত্র ১৩ দিন আগে।

এই মাসের গোড়ার দিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১০ দফা কর্মসূচি দিয়েছে। এ কর্মসূচির সবটাই কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু কীভাবে তারা সবার বেতন দ্বিগুণ করবে, কীভাবে ৩০ লাখ আবাসন তৈরি হবে, ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দরিদ্ররা কীভাবে পাবে, তার কোনো রূপরেখা নেই। মনে করিয়ে দিই, ২০১৮ সালে পিটিআই ৫০ লাখ আবাসন তৈরির কথা বলেছিল।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে কর্তৃপক্ষ গণতন্ত্রকে বারবার স্থগিত করেছে, সেই সঙ্গে অস্পষ্ট কিছু পরিকল্পনা হাজির করেছে। কখনো কখনো তাদের কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলোও বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এখন পর্যন্ত কোনো দলই বালুচের মানবাধিকার ইস্যু বা টিটিপি এবং বালুচের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাকিস্তানি সেনাসদস্য ও সাধারণ মানুষের হামলার ব্যাপারে মুখ খোলেনি। অপ্রিয় দলটি ছাড়া এখন পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলই যারা ২০১৬ মার্কা নির্বাচন সম্পন্ন করবে, তাদের শুভদৃষ্টি কামনা করছে। ইরানের সঙ্গে মিসাইল বিনিময় নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। তাদের চিন্তা যাদের তেল দিলে ফায়দা হবে, তাদের পক্ষে আরও জোরালোভাবে কী করে থাকা যায়। জনগণ, এই লাখ লাখ মানুষ—গণতন্ত্রের কেন্দ্রে যাদের থাকার কথা, তারাই পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একেবারে প্রান্তিক হয়ে আছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক, যতক্ষণ মানুষ জলসায় হাজিরা দিচ্ছে, আর হ্যাঁ, ৮ ফেব্রুয়ারির ভোটে তাদের ভোট দিচ্ছে যাঁরা বক্তৃতায় লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবায়ন কী করে করবেন, তার কোনো উল্লেখ করছেন না।

আব্বাস নাসির, ডনের সাবেক সম্পাদক

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মগরাহাট-১ দু নম্বর ব্লকে সংহতি পথসভা

ওয়াসিফা লস্কর ও মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: সকল ধর্মের ধর্ম গুরুদের উপস্থিতিতে মগারাহাট এক ও দু নম্বর ব্লকের বিধায়ক ও বিধায়িকা ও নেতা-নেত্রীর উপস্থিতিতে পথসভা করা হলো। মগরাহাট এক নম্বর ব্লকে গিয়াস উদ্দিন মোল্লার বাড়ি হইতে উস্থি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত অপরদিকে মগরাহাটের বিধায়িকা নমিতা সাহা বিডিও অফিস থেকে থানা পর্যন্ত সম্প্রীতর মিছিল করেন। এক দিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ধর্ম কে সামনে রেখে বাবরি মসজিদ ও রাম মন্দিরকে ইস্যু করে দেশের মধ্যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তারই মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী আজ ২২ শে জানুয়ারী রাম মন্দির উদ্বোধন হয়। আর সেই রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে দেশের মধ্য কোনো ধর্মের মধ্যে কোনো হিংসা হানাহানি ও সম্প্রদাইক সম্প্রীতি নষ্ঠ না হয়। সেই জন্য এদিন বিকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে মগারাহাট পশ্চিম বিধান সভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লার ব্যবস্থাপনায় বিধায়ক এর বাড়ি হইতে উস্থি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এক সম্প্রীতির মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে সেলিম লস্কর ও নমিতা সাহার ব্যবস্থাপনায় মগরাহাট বিডিও থেকে থানা বিশাল পথসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা ইউনুস মল্লিকও।

কালিয়াচকে সংহতি যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: সোমবার মালদহের কালিয়াচকেও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে “ধর্ম যার যার উৎসব সবার” স্লোগানে সংহতি যাত্রা কালিয়াচক হাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে বালিয়াডাঙ্গা মোড় হইতে যুব তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস পর্যন্ত এই মিছিল শেষ হয়। এদিনের সংহতির মেগা মিছিলে পা মেলান সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড এর চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আব্দুল গনি, তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের মালদা জেলা সভাপতি টিংকুর রহমান বিশ্বাস, কালিয়াচক-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সারিউল শেখ এছাড়াও অঞ্চল প্রধান, ব্লক ও অঞ্চলের সকল নেতৃত্বরা ছাড়াও দলের কর্মীবৃন্দরা। এদিনের সংহতি মিছিলের “ধর্ম যার যার উৎসব সবার” স্লোগানে মেগা মিছিল হয়ে গেল কালিয়াচকে।

সংহতি যাত্রা হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা। সোমবার বিকেল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি যাত্রা করা হয়। বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, এবং হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ এর উদ্যোগে এদিন বিকেলে সংহতি যাত্রা ও পথসভা করা হয়। এই সংহতি যাত্রা ও পথসভার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষদের বার্তা দেওয়া হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার হিন্দু মুসলিম আমরা সবাই ভাই ভাই এই বার্তা দেওয়া হয় বলে জানান তিনি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আহাতাবউদ্দিন শেখ, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি নুজরুল ইসলাম, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পলিটেকনিক জেনারেল সেক্রেটারি রকি খান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জয়নাল আবেদী, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বনমালী সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মমিনুল হাসান, ১০ টি অঞ্চলের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল নেতৃত্বরা সহ আরো অনেকে।

গোবরডাঙ্গায় সংহতি যাত্রা

গোবরডাঙ্গা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'সংহতি যাত্রা।' উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান ও তৃণমূল নেতা শংকর দত্ত সহ অন্যান্যরা। ছবি - এম মেহেদী সানি

এক শহরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দুটি সংহতি মিছিল মুর্শিদাবাদে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে সংহতি যাত্রার মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মুর্শিদাবাদ শহরে দুটি ভিন্ন মিছিল বের করা হয়। তবে কি আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!? না! এবার ঠিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দক্ষিণ দরজা থেকে মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি যাত্রা শুরু করা হয় মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধরের নেতৃত্বে। এক কিলোমিটারের দূরত্বে হাসপাতাল রোড এবং স্টেশন রোডে একই সময় রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী শাওনী সিংহ রায়ের নেতৃত্বে আরও একটি মিছিল বের করা হয়, যেটি মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের মিছিল। এই বিষয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন, ‘মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের আটটি পঞ্চায়েতের মধ্যে সাতটি পঞ্চায়েত দখল করেছিল তৃণমূল এবং একটি বিরোধীরা দখল করেছিল, সেটিও এখন তৃণমূলের দখলে। কিন্তু আটটি অঞ্চলের মধ্যে মিছিল করার মতো কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্যে এসে ব্লকের মিছিল করতে হলো। তাহলে কি ব্লকস্তর এলাকায় সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে তৃণমূলের?’ স্বীকার না করলেও শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর কথা ঘুরিয়ে বলেন, ‘রাজ্য নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা আমাদের মুর্শিদাবাদ শহরে সংহতি মিছিল করেছি। ব্লক নেতৃত্ব তাদের মিছিল কোথায় করবে না করবে, অথবা ব্লকের ৮টা অঞ্চল থেকেও তারা শহরে মিছিল কেনো করলো তা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই।’

যদিও এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি ব্লক নেতৃত্বরা।

সংহতি যাত্রায় বিজেপির জেলা সভাপতিকে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বহুলালোচিত রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন তৃণমূল নেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে সংহতি মিছিলের আয়োজন করে সবুজ শিবির। সারা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো সংহতি যাত্রা। জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে এদিন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা সংহতি যাত্রায় সামিল হন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা ‘আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে এ দিন হাজার হাজার অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা শান্তি রক্ষায় সংহতি যাত্রায় পা মেলান। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি বনগাঁ শহর পৌর তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রার নেতৃত্ব দেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ। সংহতি যাত্রা শেষে বনগাঁ বাটার মোড়ে অস্থায়ী মঞ্চে সভা করেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। ওই সভা মঞ্চ থেকে একাধিক ধর্মগুরু, বিশিষ্ট জন, তৃণমূল নেতৃত্বরা শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

বাটার মোড়ের সংহতি যাত্রার বিশেষ ওই সভা মঞ্চকে হাতিয়ার করে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডলকে নিশানা করে কড়া ভাষায় হুশিয়ার দেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। সম্প্রতি দেবদাস মন্ডল বনগাঁর একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। এ দিন তৃণমূলের সভা থেকে কার্যত দেবদাস মন্ডলের আনা সমস্ত অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করে তা ভিত্তি হীন প্রমাণিত করতে একাধিক যুক্তি, তথ্য, ছবি তুলে ধরেন শ্রমিক নেতা নারায়ণ ঘোষ। পাল্টা দেবদাস মন্ডল বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। তৃণমূল জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, আগামী ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে দেবদাস মন্ডলের এক্সপায়ারি ডেট শেষ হয়ে যাবে। নাম না করে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডলকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ দাস। এদিন বিশ্বজিৎ বলেন, এই বাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলছি, আগামী ৪-৫ মাসের মধ্যে ওর এক্সপায়ারি ডেট শেষ হয়ে যাবে। এরপরে আর বনগাঁতে দেখতে পাবেন না। বিশ্বজিৎ দাসের মন্তব্য প্রসঙ্গে দেবদাস মন্ডল বলেন, সেটা সময় বলবে। আর আমার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী থাকবে বিশ্বজিৎ দাস।

হাড়োয়ায় সংহতি মিছিলে সম্প্রীতির বার্তা

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে রাজ্য জুড়ে সংহতি যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর অঞ্চলে সর্বধর্মের ধর্মীয় গুরুদের নিয়ে এই সংহতি যাত্রার নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ।উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলী,স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহিদুল ইসলাম মোল্লা, উপপ্রধান রমা মন্ডল,সদস্য রবিউল হোসেন,আসাদ আলী,দীপু মন্ডল,ধর্মীয় গুরু ডঃ পিটার অলোক মুখার্জী, মৌলানা রিজওয়ান আলী, পূজারি শঙ্কর চক্রবর্তী, পূজারি মানিক চক্রবর্তী সহ এলাকার সুধী সমাজের মানুষজন।

এই মিছিলকে রাজনৈতিক মিছিল বলতে রাজি নয় তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলে এদিন হিন্দু, মুসলমান,বৌদ্ধ,জৈন সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতেই এদিনের মিছিলের আয়োজন করা হয় বলে জানান ফারহাদ। তিনি বলেন,বাংলার শান্তি,সম্প্রীতির বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা সততা আনুগত্য বাংলার মানুষের হৃদয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সম্প্রীতির মুখ কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমদের মতো নেতৃত্বদের নেতৃত্বে বাংলায় শান্তির পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকবে ।এদিনের মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে, ‘বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও’। মিছিলকে রাজনৈতিক রং না লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বিজেপি বিরোধী স্লোগান উঠতে থাকে এদিনের মিছিল থেকে। মিছিলে এদিন বাজানো হয় বাংলার রাজ্য সঙ্গীত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল।’পার খড়িবাড়ি মাজার শরীফ থেকে ২১১ রোড ধরে হাড়োয়া খাল পর্যন্ত যায় এই সংহতি মিছিল। উল্লেখ্য, এদিন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে উদ্বোধন করেন মোদি।

কাঁথি শহরে সংহতি যাত্রা

কাঁথি শহরে সংহতি যাত্রায় সংবিধান হাতে নিয়ে হাঁটেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ,কাঁথি সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, জেলা পরিষদের সদস্য সেক আনোয়ার উদ্দিনসহ অন্যান্য ব্লক নেতৃত্ব।

সুতাহাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা চৈতন্যপুরে। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

জলঙ্গিতে সংহতি যাত্রা

জলঙ্গীতে তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে। ছবি: সজিবুল ইসলাম

সংহতি মিছিলে ‘ধর্ম যার, উৎসব সবার’

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: ‘ধর্ম যার,উৎসব সবার’ এই বার্তাকে সামনে নিয়ে মূখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংহতি যাত্রার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গার মতো পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের কালিমাটি মোড় থেকে থেকে কালিমাটি হাট পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পরে সেখানে পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ্যা নমিতা সিং মুড়া, বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষা তথা ব্লক সভানেত্রী ইন্দুমতি মাহাতো, জেলা কমিটির সম্পাদক যুগল চন্দ্র কুইরি, ব্লক তৃণমূলের যুব সহ-সভাপতি ধীরেন চন্দ্র গরাই সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের ব্লক সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি বলেন, মমতা ব্যানার্জী এই দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ২২ তারিখ প্রতিটা ব্লকে ব্লকে রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সংহতি যাত্রা হবে। সেই মতো এদিন সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কর্মসূচিটি হয়। বিরোধীরা যতই মিটিং মিছিল করুক ভয় দেখাক তৃণমূল দল সবসময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছে।

সম্প্রীতি মিছিল, বাজার পরিক্রমা গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সম্প্রীতি মিছিল করা হল। মিছিলটি ব্লক তৃণমূল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে গলসি বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ সাবির উদ্দিন আহম্মেদ। জানা গেছে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জ্জীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে শুরু ওই সম্প্রীতি মিছিল শুরু হয়েছে। মিছিলে তৃণমূল কর্মীদের সাথে যোগদেন এলাকার বেশ কিছু ইমাম ও পুরোহিত। তারা সকল ধর্মের মানুষের প্রতি সংহতির বার্তা দেন। সাবির জানিয়েছেন, তিনি সদ্য ব্লক সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। ব্লকের সকল কর্মীদের নিয়ে এই তার প্রথম মিছিল। যেখানে বহু মহিলা সহ হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী যোগদান করেছেন। বিজেপির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যদি এই বাংলায় তারা দাঙ্গা লাগাতে চাই, তাহলে তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষকে এক হয়ে তার প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করবো।

মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে সংহতি দিবস পালিত হল উলুবেড়িয়া স্টেশন রোডথেকে উলবেড়িয়া কালী মন্দির পর্যন্ত। সংহতি যাত্রায় পা মেলালেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগর ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান, আকবর শেখ,সহ চেঙ্গাইল ল্যাডলো জুটমিল মসজিদের পেস ইমাম কারী আমানুল্লাহ। ছবি: এম এ মনু

বীরভূমের প্রতিটি ব্লক স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সংহতি যাত্রা’ পালন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের অন্যান্য ব্লকের ন্যায় খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও সোমবার সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে “সংহতি যাত্রা” ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।এদিন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে স্থানীয় বাজার, বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ও বাসষ্ট্যান্ড মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূলের নবনির্বাচিত চারজন সদস্য। অনুপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য কাঞ্চন অধিকারী। এনিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে ফের জল্পনা। এদিন সংহতি যাত্রা র অগ্রভাগে ছিলেন তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব কাঞ্চন দে, মৃণালকান্তি ঘোষ, উজ্জ্বল হক কাদেরী ও শ্যামল গায়েন। এছাড়াও ছিলেন খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ব্যাক্তিবর্গ। অন্যদিকে রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও রাজনগরে সংহতি মিছিল আয়োজিত হয়। রাজনগরের পাঁচটি অঞ্চলের ৭০ টি বুথ থেকে প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ আজ অংশ নেন। তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুকুমার সাধু ও ব্লক সহ-সভাপতি রানা প্রতাপ রায় বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমিত্র সিংহ, ব্লক সহ-সভাপতি রানা প্রতাপ রায়, ব্লক সাধারণ সম্পাদক মোহম্মদ শরীফ সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। সিউড়ির সংহতি যাত্রা র অগ্রভাগে ছিলেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী প্রমুখ। রামপুরহাট শহরে ছিলেন বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড আশীষ ব্যানার্জী সহ অন্যান্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নানুরে সংহতি পদযাত্রায় কাজল সেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নানুর ব্লক তৃণমূল-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে “সংহতি যাত্রা” সমাবেশে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পদযাত্রা ও পথসভা করা হয়। এই পদযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ পা মেলালেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ ,নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক সভাপতি মিহির রায় ও অন্যান্য তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ।

শাহজাহানহীন সংহতি মিছিল সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালির বেতাব বাদশা শেখ শাহজাহান অধরা ১৭ দিন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সুকুমার মাহাতোর নেতৃত্বে তৃণমূলের সংহতি মিছিল বের হয়।শেখ শাহাজাহান বিহীন তৃণমূলের সন্দেশখালিতে সংহতি মিছিল।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি ইডি আক্রান্তের ঘটনায় শেখ শাহজাহানসহ তার অনুগামীরা এখনো অধরা। আসরে নামলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে সরবেড়িয়া মাছের আড়ত থেকে প্রায় দু কিলোমিটার মিছিল করলেন কয়েক হাজার তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। সেখানেই শেখ শাহজাহানের নামে ধ্বনি উঠলো বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, সন্দেশখালীর জননেতা শেখ শাহজাহান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সংহতি মিছিল করছি। আদালতের উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে । আইন আইনের পথে হাটবে। শুনেছি সীট গঠনের উপর ইডির পাল্টা চ্যালেঞ্জ করেছে আদালতে । কিন্তু মহামান্য আদালতের উপর সবার ভরসা রাখা উচিত এবং তদন্ত ঠিক দিকে এগোচ্ছে। সন্দেশখালির সংহতি মিছিল কলকাতা বাসন্তী হাইওয়েতে শেখ শাহজাহানের নামে তৃণমূলের প্রচার। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার মাছের আড়ৎ এর সামনে থেকে কলকাতা বাসন্তী হাইওয়েতে তৃণমূলের সংহতি মিছিল বের হয় সুকুমার মাহাতোর নেতৃত্বে।

জয় উদ্‌যাপনে ৬ জনের মৃত্যু, শান্ত থাকার আহ্বান গিনি ফেডারেশনের

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ জয়ের পর দেশের জনগণকে উদ্‌যাপনে লাগাম টানা এবং শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে গিনি ফুটবল ফেডারেশন (ফেগুইফুট) ও দেশটির জাতীয় ফুটবল দল। আফ্রিকান নেশনস কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১–১ গোলে ড্র করে গিনি। কিন্তু শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় ম্যাচে জাম্বিয়াকে তারা হারিয়ে দেয় ১–০ গোলে। দলের এই জয় উদ্‌যাপন করতে রাস্তায় নেমে মারা যান গিনির ৬ জন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেশের ফুটবলপ্রেমীদের আবেগে লাগাম টানার বার্তা দিয়েছে ফেগুইফুট ও ফুটবল দল। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, দেশের জয় উদ্‌যাপন করতে রাজধানী কোনাক্রির রাস্তায় হাজারো মানুষের ঢল নামে। উদ্‌যাপনে অংশ নিতে অনেকে কার এবং মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। গাড়ির বনেটের ওপর বসেও জয় উদ্‌যাপন করেছেন অনেকেই। এ সময় দ্রুতগতিতে চালানো দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মারা যান ৩ জন। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েক ডজন মানুষ। তবে গিনি জাতীয় দলের মিডিয়া ম্যানেজার আমাদো মাকাদজি সব মিলিয়ে মোট ৬ জন মারা গেছেন বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন। এ ঘটনার পর দেশের মানুষকে শান্ত হয়ে উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানিয়ে বার্তা দিয়েছে ফেগুইফুট। মর্মান্তিক এ ঘটনার পর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় সবাইকে সতর্ক হয়ে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়, 'গাম্বিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর উদ্‌যাপনের সময় আমাদের কিছু সমর্থককে হারিয়ে আমরা মর্মাহত। সবাই সতর্কতার সঙ্গে উদ্‌যাপন করি এবং সবাই নিজেদের যত্ন নেবেন।'

স্বর্ণপদক জয়ী আরান

নিজস্ব প্রতিনিধি ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৪ এ কলকাতা পুলিশ কিক বক্সিংয়ে ও ম্যারাথন দৌড়ে রৌপ্য পদক জয়ী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ার সেখ আজাদুল হক এর গুণী ছেলে ৬ বছরের সেখ আরান হক ২০২৪ এ স্টেট বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক পেয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে।

আরান পিতার সঙ্গে একই ক্লাবে ভর্তি হয়ে ২০২৪ এ বাংলার প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পায়।আরান বয়স ৬। আরানের মনের ইচ্ছা অলিম্পিকে খেলবে। আরান অতি মেধাবী ছাত্র। কলকাতার পাঠ ভবন স্কুলের ছাত্র। প্রথম শ্রেণিতে করছে পড়াশোনা। স্বপ্ন জয়ী আরানের মনের ইচ্ছা- ব্যবসা করে বহু মানুষকে কাজ দেবে ।

অভিনয়ে খুব পারদর্শী।

দাদাজি হাজি সেখ রবিয়েল হক, রাষ্ট্রীয় পুরস্কৃত কবি ও সমাজসেবী ।তার প্রিয় বন্ধু।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আরানের জন্ম। পিতা ইঞ্জিনিয়ার।দাদাজি ইঞ্জিনিয়ার। মা হেনা , গৃহবধূ। উচ্চ শিক্ষিতা। এমএসসি ,এমবিএ উত্তীর্ণ হয়ে ফুড টেকনোলজির ডিগ্রী অর্জন করেন। ফুড টেকনোলজির ডিগ্রি অর্জন করে উচ্চমানের কেক তৈরি করে খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। তার প্রস্তুত একটি কেকের মূল্য ৫ হাজার থেকে ৫০০০০ টাকা। বক্সার আরান হক মঞ্চে তার বক্তব্যে জনসমক্ষে বলেন-' তোমরা শিশুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। শিশুদের সামনে বিড়ি সিগারেট খাবে না। শিশুদের গালাগালি করবে না। আমাদের তোমরা ভালো শিক্ষা দাও। তোমাদের শিক্ষা দেখে আমরা শিশুরা শিখব।'

লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা অপরিহার্য পাঠ- অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের কাঁকরতলা থানার বড়রা ফুটবল মাঠে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সৌজন্যে এবং খয়রাশোল দক্ষিন চক্রের আয়োজনে এলাকার প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমুহের ৩৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লংজাম্প, হাইজাম্প, আলুদৌড়, যোগা, জিমনাস্টিক, ১০০মিটার ২০০ মিটার দৌড় সহ নানান বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা হয়।প্রতি ইভেন্টে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে।এখানে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৭০ জন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নেয়।প্রতি বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা মহকুমা পর্যায়ের খেলায় অংশ নিবে বলে জানা যায়। খেলার আসরে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল বি ডি ও সৌমেন্দু গাঙ্গুলী, খয়রাশোল দক্ষিন চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল ইসলাম, কাঁকরতলা থানার ওসি সায়ন্তন ব্যানার্জী, জেলা পরিষদ সদস্যা কামেলা বিবি, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রান্তিকা চ্যাটার্জী,শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খেলা পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক স্বরাজ কুমার দত্ত।আজকের খেলা প্রসঙ্গে খয়রাশোল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল ইসলাম বলেন যে, খেলাধুলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাও অপরিহার্য পাঠ। কারণ শরীরের বিকাশ না হলে লেখাপড়া সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এজন্য শরীর চর্চা, খেলাধুলা একান্ত প্রয়োজন। লেখাপড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি, তা খেলাধুলার মাধ্যমে আসে।

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দলে ৪ ভারতীয়, নেই অস্ট্রেলিয়ার কেউ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক করে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে আইসিসি। দলে সূর্যকুমারসহ আছেন ৪ ভারতীয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার কেউ নেই। নেই ভারত বাদে এশিয়ার অন্য কোনো দেশের ক্রিকেটারও।

ভারতের বাইরে সর্বোচ্চ দুজন জায়গা পেয়েছেন জিম্বাবুয়ে থেকে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের আছেন একজন করে। আইসিসি সহযোগী সদস্যদেশ উগান্ডারও আছেন একজন।

যে ১১ ক্রিকেটার আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে চারজন বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার পুরস্কারেও মনোনীত। এরা হচ্ছেন ভারতের সূর্যকুমার, জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা, নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যান এবং উগান্ডার আলপেশ রামজানি।

উগান্ডার আলপেশ রামজানি, ২০২৩ সালে আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন

উগান্ডার আলপেশ রামজানি, ২০২৩ সালে আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেনইনস্টাগ্রাম

উগান্ডার ২৯ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার ২০২৩ সালে পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক।

৩০ ম্যাচে ৪.৭৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে নিয়েছেন ৫৫টি উইকেট। জিম্বাবুয়ের রাজা বলে-ব্যাটে দুটিতেই ছিলেন চমৎকার ছন্দে। ১১ ইনিংসে ৫১.৫০ গড়ে ৫১৫ রানের পাশাপাশি ১৪.৮৮ গড়ে নেন ১৭ উইকেট। আর সূর্যকুমার ১৭ ইনিংসে ৪৮.৮৮ গড় ও ১৫৫.৯৬ স্ট্রাইক রেটে করেন ৭৩৩ রান। ২০২২ সালে তিনি বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

দুই ওপেনার হিসেবে বর্ষসেরা দলে জায়গা পাওয়া জয়সোয়াল ১৪ ইনিংসে ১৫৯ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪৩০ রান। ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট মাত্র ৮ ইনিংসে তোলেন ৩৯৪ রান, যার মধ্যে টানা দুটি শতক আছে, ২৫ রানের কম কোনো ইনিংস নেই তাঁর।

উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে সুযোগ পাওয়া নিকোলাস পুরান ১৩ ইনিংসে ১৬৩ স্ট্রাইকে করেন ৩৮৪ রান। মিডল অর্ডারের মার্ক চ্যাপম্যান বছরজুড়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে করেন ৫৭৬ রান।

বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দল বোলারদের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের মার্ক অ্যাডাইর জায়গা করেছেন ২৬ উইকেট নিয়ে, উইকেট নিয়েছেন প্রতি ১৩ বলে একটি করে।

আর আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর বোলার হিসেবে বছর শেষ করা ভারতের রবি বিষ্ণয় পুরো বছরে ৪৪ ওভার করে নেন ১৮ উইকেট।

বর্ষসেরা দলের দুই পেসার জিম্বাবুয়ের রিচার্ড এনগারাভা এবং ভারতের অর্শদীপ সিং। এনগারাভা ১৫ ম্যাচে আর অর্শদীপ ২১ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬টি করে উইকেট।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্ট খেলবেন না কোহলি

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। আজ সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এই তারকা ব্যাটসম্যান। এর আগে গতকাল ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফরের ইংল্যান্ড দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক।

বিসিসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন কোহলি খেলবেন না সেটি, 'বিরাট অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটাকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দেন। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে তাঁর উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকায় এই সিদ্ধান্ত।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেললেও ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন না কোহলি। তবে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান।

প্রথম দুই টেস্টে ৪ নম্বরে কোহলির জায়গা কে নেবেন, সেটি একটি প্রশ্ন। শ্রেয়াস আইয়ার ও শুবমান গিল আছেন, আছেন লোকেশ রাহুলও। রাহুল সম্ভবত শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলবেন। ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ।

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন তৃণমূলের

এম মেহেদী সানি ● স্বরুপনগর

আপনজন: বহুলালোচিত রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন তৃণমূল নেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে সংহতি মিছিলের আয়োজন করে সবুজ শিবির। এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা সংলগ্ন মেদীয়া কিশোর সংঘের ময়দানে তেঁপুল মির্জাপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় এক দিবসীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র করের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ওই খেলায় আটটি দল অংশগ্রহণ করে। খেলার উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন স্বরূপনগর বিধানসভার অন্তর্গত মেদিয়া সহ তেঁপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক স্থানে গীতা পাঠ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি। আর স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে অনুসরণ করে গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকেই উত্তম বলেই মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে সেই ভাবনা থেকেই রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন এক দিবসীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তেঁপুল মির্জাপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। নারায়ণ কর অবশ্য বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, বিশেষ রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাংলা তথা দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা কখনো সফল হবে না। তিনি আরো বলেন, রামকে আমরা ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি কিন্তু বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল হিন্দু ধর্মকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। আমরা গীতা পাঠ করি মন্দিরে আর এখন দেখছি গীতা পাঠ হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দানে। এটা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ৷

মগরাহাট মুসলিম অ্যাংলো স্কুলের মাঠে প্রাক্তনীদের ক্রিকেট ম্যাচ

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: শুভ বুদ্ধি ও সম্প্রীতির আদর্শকে পাথেয় করে এবং নতুন প্রজন্মকে খেলা ধূলায় উৎসাহ দিতে magrahat sports lovers গত বছর থেকে প্রাক্তন ক্রিকেটার দের কে নিয়ে এক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করেছিল। কথায় বলে পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। উক্ত ছটি টিমে অধিকাংশ প্লেয়াররা অংশগ্রহণ করে প্রায় 40 বছরের ঊর্ধ্বে। অথচ এই Ex players হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধরা মগরাহাট মুসলিম অ্যাংলো স্কুলের মাঠে ভিড় জমিয়েছিল চোখে পড়ার মতো mograhat sports lovers এর পক্ষ থেকে ছটি টিম এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জাহির আব্বাস একাদশ, সাবির কাজী একাদশ, আরিফ আহমেদ একাদশ, সৈয়দ রাজু একাদশ, সমীর ঘোষ একাদশ, উৎপল একাদশ । প্রতিটা খেলা ছিল রোমাঞ্চকর। এ যেন বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের মতো চোখ ঘোরালেই মিস হয়ে যাচ্ছে আকর্ষণ। কে কখন দেখায় কার ব্যাটে কত 6 তার পাশাপাশি কব্জির জোরে কার বল কত দ্রুত। বিগত বছরের গুলির মত আজ ও মগরাহাটের মানুষ সাক্ষী রয়ে গেল তারা চায় প্রতিবছর এই দিনটি উৎসবের মতো ঘুরে ফিরে আসুক তাদের জীবনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক প্লেয়ারকে হারিয়েছেন তারা। এই সমস্ত প্লেয়ার কে কাছে পেয়ে হারিয়ে যাওয়া প্লেয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নিরবতার মধ্যে দিয়ে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়াও ছ টা টিমের ক্যাপ্টেন ও প্রাক্তন ক্রিকেটার দের কে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। গত বছর চ্যাম্পিয়ন হন সমীর ঘোষ একাদশ, ও রানার্স হন পারভেজ আহমেদ এর টিম, এ বছর চ্যাম্পিয়ন হন জাহির আব্বাস একাদশ ও রানার্স উৎপল একাদশ । তাদের জয়কে সমস্ত টিমের ক্যাপ্টেন ও প্লেয়াররা সাধুবাদ জানান।

চিকিৎসার জন্য মিসর দল ছেড়ে লিভারপুলে ফিরছেন সালাহ

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলের হয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতেছেন মোহাম্মদ সালাহ। কিন্তু জাতীয় দল মিসরের হয়ে কখনো শিরোপার স্বাদ পাননি। ২০১৭ ও ২০২১ আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জয়ের খুব কাছ থেকে ফিরতে হয়েছিল। দুবারই রানার্সআপ হয়েছিল সালাহর মিসর।

দুর্দান্ত ছন্দে থাকা সালাহ এবার দেশের হয়ে শিরোপার অপূর্ণতা ঘোচাতে চেয়েছিলেন। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস বা আফ্রিকান নেশনস কাপে মোজাম্বিকের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে একটি গোল করেছেন, করিয়েছেন আরেকটি। কিন্তু তাঁর স্বপ্নে বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে বৃহস্পতিবার ঘানার বিপক্ষে ম্যাচে পাওয়া চোট। সেই চোটে আগামী দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না এই তারকা ফরোয়ার্ড।

এর মধ্যে নতুন খবর হচ্ছে, সালাহ পুনর্বাসনের জন্য ফিরছেন লিভারপুলে। তাঁর ফেরার খবর নিশ্চিত করে লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ বলেছেন, 'সালাহ কেপে ভার্দের ম্যাচে উপস্থিত থাকবে এবং এরপর যুক্তরাজ্যে ফিরে আসবে। মিসর দলের চিকিৎসক এবং লিভারপুলের চিকিৎসকেরা কথা বলার পর সে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে ফিরে আসবে। আশা করি সে সেমিফাইনাল খেলার জন্য মিসর দলের সঙ্গে যোগ দেবে।'

এদিকে টানা দুই ড্রয়ে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ায় শঙ্কায় আছে মিসর, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দলের প্রাণভোমরা সালাহর চোট।

গোলাপগঞ্জ চক্রের ১৮ তম বার্ষিক শিশু ক্রীড়া উৎসব

নাজিম আক্তার ● মালদা

আপনজন: আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে দেশ গড়ার কারিগর হয়ে উঠবে।নিয়মিত খেলাধুলা ও পড়ালেখার চর্চা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ করে তোলে। সোমবার মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ চক্রের ১৮ তম বার্ষিক শিশু ক্রীড়া উৎসব পালিত হল।আকন্দবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েশ্বরী প্যারী ভুবন বিদ্যানিকেতনের মাঠে এই ক্রীড়া উৎসব হয়।বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবকে ঘিরে এদিন সকাল থেকে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বাসিন্দারা।এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়িকা চন্দনা সরকার ও কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিরুপমা ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।বাচ্চাদের জন্য ১০০ মিটার,২০০ মিটার ও ৭৫ মিটার আলু দৌড়,উচ্চ লম্ফন ও দীর্ঘ লম্ফন,যোগা ও জিমন্যাস্টিক এবং ফুটবল ছোড়া প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন খেলায় প্রায় দুই শতাধিক বাচ্চা অংশগ্রহণ করে।গোলাপগঞ্জ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অনির্বান সাহা জানান,এই বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে ৭ টি অঞ্চলের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।আকন্দাবাড়ি অঞ্চল প্রথম এবং গোলাপগঞ্জ অঞ্চল দ্বিতীয় স্থানাধিকার করে।প্রথম স্থানাধিকারীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি জোনের খেলায় কালিয়াচক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**